কলকাতা হাইকোর্ট
সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার
আপিল বিভাগ

মাননীয় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য

ডাবলু. পি. এ. নম্বর . ২০২৩ সালের ২১৭০২

কমলাদিত্য কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন
বনাম
কেন্দ্রীয় গণপূর্ত বিভাগ এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীদের পক্ষে :	শ্রী অভ্রজিৎ মিত্র, শ্রী শাক্য সেন, শ্রী সতদীপ ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সোনিয়া শর্মা
ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষে মিঃ	ইন্দ্রজিৎ দাশগুপ্ত, শ্রী সুবিত মজুমদার
শুনানি শেষ হয়েছে -	১০.১০.২০২৩
রায় -	১৭.১০.২০২৩

বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য -

১. কেন্দ্রীয় গণপূর্ত বিভাগ (CPWD), উত্তরদাতা নং ১, কল্যাণীতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি (IIIT)-এর একটি নতুন ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য একটি দরপত্র আহ্বান করেছিল।

২. আবেদনকারী নং ১ অংশগ্রহণ করেন এবং সফল দরদাতা হিসেবে ঘোষণা করেন। কাজটি আবেদনকারী নং ১ এর উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

৩. পরবর্তীকালে, আবেদনকারীরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে পারেননি। আবেদনকারীদের একটি সমাপ্তির নোটিশ জারি করা হয়েছিল। এটিকে চ্যালেঞ্জ করে, আবেদনকারীরা সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেন, যার ফলে ২০২২ সালের WPA নং ১৬৯৬২ তৈরি হয়। আবেদনকারীদের ২৯ জুলাই, ২০২২ তারিখে CPWD কর্তৃক প্রদত্ত একটি অঙ্গীকারের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখা হয়েছিল যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হবে না

আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা। অবশেষে ২০২২ সালের ২২শে ডিসেম্বর রিট পিটিশন নিষ্পত্তি করা হয়। আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে আবেদনকারীদের প্রকল্পের অবশিষ্ট অংশ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া উচিত। এটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল যে আবেদনকারীরা প্রকল্পের প্রায় সত্তর শতাংশ কাজ শেষ করেছেন এবং মাত্র ত্রিশ শতাংশ কাজ শেষ করতে বাকি রয়েছে। আবেদনকারীদের আপাত আর্থিক সঙ্কটের সমাধান সিপিডব্লিউডি-কে ৫ কোটি টাকার বিল প্রক্রিয়া করার নির্দেশ দিয়ে করা যেতে পারে, যা আবেদনকারীরা জমা দিয়েছিলেন। এটিও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে আবেদনকারীরা আর দেরি না করে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কাজের অবশিষ্ট অংশটি শেষ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবেন। বাকি কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে পক্ষগুলিকে একে অপরকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

৪. এরপরে, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২-এ, একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল যে কেন আবেদনকারীদের সিপিডব্লিউডি, ২০২২-এ ঠিকাদারদের তালিকাভুক্তির নিয়মের ১৩.৬-এর অধীনে নিষিদ্ধ করা উচিত নয়।

৫. আবেদনকারীরা ১৪ই অক্টোবর, ২০২২-এ একটি লিখিত উত্তর দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত, ২৮শে আগস্ট, ২০২৩-এর বিতর্কিত অফিস আদেশ দ্বারা, আবেদনকারী নং ১-কে সিপিডব্লিউডি কাজে অংশগ্রহণ থেকে দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

৬. এই ধরনের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বর্তমান চ্যালেঞ্জকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

৭. আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত প্রবীণ কৌঁসুলি যুক্তি দেখান যে অসম্পূর্ণ কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সমন্বয় বেঞ্চের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং উত্তরদাতার দ্বারা সেই প্রভাবের জন্য প্রদত্ত সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে- কর্তৃপক্ষ, এটি বিবেচিত হবে যে প্রস্তাবিত এর ভিত্তি

বরখাস্তের আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

৮. যুক্তি দেওয়া হয় যে সময় বৃদ্ধি এবং সমন্বয় বেঞ্চের আদেশ মেনে নেওয়ার পর এবং বরখাস্তকরণ নিজেই বিলুপ্ত হওয়ার পর, কালো তালিকাভুক্তি/নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে যে অন্তর্নিহিত লঙ্ঘনটি কাজ করছিল তা কার্যকর হয়নি। বরখাস্তকরণ নিজেই বিলুপ্ত হওয়ার পর, বরখাস্তকরণের অভিযোগের উপর ভিত্তি করে বরখাস্তকরণ বাতিল করতে হবে।

৯. তালিকাভুক্তির নিয়মের ১৩.৬ নং নিয়মের উপর নির্ভর করে, যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে বিবাদীদের দ্বারা আবেদন করা ঠিকাদারকে নিষিদ্ধ করার কারণ হল আবেদনকারীরা চুক্তি সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বা চুক্তির কোনও শর্ত লঙ্ঘন করেছেন।

১০. বিধিগুলির ১৩.১ ধারার অধীনে, যেখানে ঠিকাদার শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলেছেন, সেখানে তালিকাভুক্ত কর্তৃপক্ষের খেলাপি ঠিকাদারকে নিষিদ্ধ করার অধিকার থাকবে। ১৩.২ ধারায় বলা হয়েছে যে তালিকাভুক্ত কর্তৃপক্ষ একজন তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক মামলা শুরু করবে। ১৩.৪ ধারায় বলা হয়েছে যে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের ফলে বিধি ১৩.৬ এবং ১৩.৭-এ উল্লিখিত জরিমানা হতে পারে। ধারা ১৩.৭ উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়ার পরে ঠিকাদারকে নিষিদ্ধ করার কথা বলে। ধারা ১৩.৬ নিষেধাজ্ঞার জন্য ত্রুটিগুলি নির্ধারণ করে।

১১. ১৩.৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে নিষেধাজ্ঞার আগে একটি শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। একই কাজ না করা হলে, নিষেধাজ্ঞাটি নিজেই পক্ষপাত হয়ে যায়, যা উত্তরদাতাদের জন্য বাধ্যতামূলক নিয়ম।

১২. বিবাদীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে বরখাস্তের ফলে

নিষেধাজ্ঞার সাথে কোনও যোগসূত্র নেই এবং দুটি স্বাধীন প্রক্রিয়া। বিতর্কিত নিষেধাজ্ঞার আদেশের শেষ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করে, এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে উপ-ধারা (iii) শর্ত দেয় যে চলমান চুক্তিগুলি নিষেধাজ্ঞার দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

১৩. সুতরাং, সমন্বয় বেঞ্চের আদেশ অনুসারে চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য সময় বাড়ানো হলেও, উক্ত কার্যধারাটি সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান চুক্তির সমাপ্তির সাথে সম্পর্কিত, যা মওকুফ করা হয়েছিল। তবে, আবেদনকারীদের দুই বছরের জন্য ভবিষ্যতের চুক্তিতে অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞার উপর এর কোনও প্রভাব নেই।

১৪. বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেখান যে আবেদনকারী নং ১-কে কাজ শেষ করার জন্য বারবার সুযোগ এবং এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছিল। তবে, আবেদনকারীরা দীর্ঘ সময় ধরে সময় অতিক্রম করেছিলেন এবং বেশ কয়েকটি এক্সটেনশন সত্ত্বেও সময়মতো কাজ শেষ করতে পারেননি যার ফলে নিষেধাজ্ঞার আদেশের প্রয়োজন হয়েছিল।

১৫. যুক্তি দেওয়া হয় যে মূল কাজটি ২৩শে মার্চ, ২০১৯ থেকে শুরু হয়েছিল এবং ২০২১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০২১ এর মধ্যে শেষ করার কথা ছিল। পরিকল্পনার সময়কাল ছিল পাঁচ মাস এবং পরবর্তী আঠারো মাস কাজটি সম্পাদনের জন্য ছিল। তবে, সম্প্রতিও, আবেদনকারীরা কাজটি সম্পন্ন করতে পারেননি। কাজের প্রকৃতি ছিল শিক্ষা সম্পর্কিত একটি পাবলিক প্রকল্প এবং আবেদনকারীদের অযোগ্যতার কারণে প্রকল্পটি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল, যার জন্য নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করতে হয়েছিল।

১৬. পক্ষগুলির জন্য শিক্ষিত পরামর্শ শুনেছেন।

১৭. বর্তমান মামলার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কারণ দর্শানোর নোটিশ

তারিখ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২, যা বিতর্কিত নিষেধাজ্ঞার আগে ছিল, নিয়মের ১৩.৬ ধারার উপর ভিত্তি করে। উক্ত ধারায় বলা হয়েছে যে ঠিকাদার যদি চুক্তিটি কার্যকর করতে ব্যর্থ হন বা সন্তোষজনকভাবে এটি কার্যকর করেন বা চুক্তির কোনও শর্ত লঙ্ঘন করেন তবে তাকে নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। পূর্বশর্ত হল যে উক্ত ভিত্তিগুলি তদন্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

১৮. যাইহোক, তদন্তের আগে শুনানির কোনও পূর্ববর্তী অধিকার এই ধরনের বিধানে পড়ার জন্য নিয়মে কিছুই নেই। অভিযুক্ত ত্রুটিপূর্ণ ঠিকাদারের ইতিমধ্যে নিষেধাজ্ঞার আগে কারণ দর্শানোর উত্তর দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এমনকি কারণ দর্শানোর আগে তদন্তের উদ্দেশ্যেও শুনানির/উত্তর দেওয়ার আরও অধিকার চুক্তির বিধানগুলিতে পড়ার কোনও কারণ নেই। তদন্তটি কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক মতামত গঠনের উদ্দেশ্যে যে কোনও কারণ দর্শানোর বিষয়টি জারি করা উচিত কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য এবং ঠিকাদারের সেই পর্যায়েও কোনও বক্তব্য থাকতে পারে না, কারণ কারণ দর্শানোর নোটিশের পরেও উত্তর/কারণ দর্শানোর পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়।

১৯. ধারা ১৩.৭ অনুসারে নিষেধাজ্ঞার আগে কারণ দর্শানোর নির্দেশ বাধ্যতামূলক। বিধিমালার ধারা ১৩.৭ অনুসারে, যখনই ধারা ১৩.৬ এর অধীনে ক্রমিক নং (ক) থেকে (ত) পর্যন্ত তালিকাভুক্ত কোনও অভিযোগ, সিপিডব্লিউডি-র নির্বাহী প্রকৌশলীর পদমর্যাদার নীচে নয় এমন কোনও কর্মকর্তার কাছ থেকে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে পাওয়া যায় এবং তালিকাভুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুতর বলে বিবেচিত হয়, তখন তালিকাভুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাকে উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হবে এবং তারপরে তালিকাভুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপযুক্ত বিবেচনায় ঠিকাদারের নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২০. সুতরাং, একমাত্র প্রয়োজনীয়তা হল কে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া

সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার। বর্তমান ক্ষেত্রে, একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং আবেদনকারীদের দ্বারা একটি উত্তর দেওয়া হয়েছিল, যা চূড়ান্ত আদেশ পাস করার সময় বিবেচনা করা হয়েছিল।

২১. আবেদনকারীদের যুক্তি যে কোনও পূর্ববর্তী তদন্ত হয়নি তা এখানে বা সেখানে নেই, কারণ আবেদনকারীরা দাবি করেছেন যে কেবল এই ধরনের তদন্তের ভিত্তিতেই কারণ দর্শানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল।

২২. যতদূর তদন্ত সম্পর্কিত, অভিযুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শুনানির কোনও বিজ্ঞপ্তি বিবেচনা করা হয় না। যদি এই ধরনের কোনও বিধান বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে এটি অপ্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তৈরি করবে যা কর্তৃপক্ষের কাজকর্মকে পঙ্গু করে দেবে। তদন্তটি অভ্যন্তরীণ। ১৩.৭ ধারার প্রয়োজনীয়তা কেবল সিপিডব্লিউডি-র জন্য অভিযোগটিকে "গুরুতর" হিসাবে বিবেচনা করার জন্য।

২৩. যদিও ১৩.৪ প্রকরনে বলা হয়েছে যে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের ফলে বিধি ১৩.৬ এবং ১৩.৭-এ উল্লিখিত জরিমানা হতে পারে, তবে এর অর্থ এই নয় যে ১৩.৭ প্রকরনে অধীনে নিষেধাজ্ঞার জন্য অবশ্যই শৃঙ্খলামূলক কার্যধারার প্রতিযোগিতার অপেক্ষা করতে হবে। নিয়মাবলীর ১৩.০ নম্বর ধারার অধীনে একটি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১৩.১ ধারায় বলা হয়েছে যে, ঠিকাদার "শৃঙ্খলামূলক পদক্ষেপের জন্য নিজেকে দায়ী করেছেন", সেখানে তালিকাভুক্ত কর্তৃপক্ষের তাকে নিষিদ্ধ করার অধিকার থাকবে।

২৪. ধারা ১৩.২-এ বলা হয়েছে যে, তালিকাভুক্ত কর্তৃপক্ষ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অথবা নির্বাহী প্রকৌশলী পদমর্যাদার নিচে নয় এমন কোনও কর্মকর্তার কাছ থেকে লিখিত অনুরোধ পাওয়ার পরে তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক মামলা শুরু করবে এবং -এর জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির কাছে প্রেরণ বিবেচনা করবে।

২৫. ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি নথি, তথ্য এবং পরিস্থিতির ভিত্তিতে শাস্তিমূলক মামলাটি বিবেচনা করবে এবং ঠিকাদারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করবে এবং প্রয়োজনে তাকে ব্যক্তিগত শুনানির অনুমতি দেবে এবং তালিকাভুক্তি কর্তৃপক্ষের কাছে তার সুপারিশগুলি প্রেরণ করবে। তালিকাভুক্তি কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে যা চূড়ান্ত এবং ঠিকাদারকে বাধ্যতামূলক হবে। সুতরাং, ধারা ১৩.২ এর ভাষা অনুসারে, "প্রয়োজনে" ঠিকাদারকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দেওয়া হবে। বিধি অনুসারে এটি কোনও আদেশ নয়।

২৬. ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১১৪ ধারায় সরকারি কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে। সুতরাং, আবেদনকারীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যানের অভাবে, এটি দেখানোর মতো কিছুই নেই যে উত্তরদাতারা বিধিগুলির ১৩.২ ধারায় বিবেচিত পূর্ববর্তী তদন্ত মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছে।

২৭. প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারীদের জন্য ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে জারি করা কারণ দর্শানোর নোটিশটিতে আবেদনকারীদের নিষেধাজ্ঞার কারণগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৮. কাজ সম্পন্ন করার জন্য আবেদনকারীদের কাছে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিত অসংখ্য চিঠির উল্লেখ করা হয়েছিল। বিধিমালার ১৩.৬ এর উপ-ধারা (ক) এবং (খ) তে উল্লিখিত কারণগুলি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকৌশলীর বারবার নোটিশ দেওয়ার পরেও চুক্তির শর্তাবলীর সঠিক লঙ্ঘন কারণ দর্শানোর নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছিল।

২৯. কারণ দর্শানোর নোটিশের শেষ বাক্যে, এটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল যে এর অনুমোদন নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। তালিকাভুক্তির নিয়ম ১৩ অনুসারে গঠিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি

নিয়মাবলী, ২০২২।

৩০. সুতরাং, বিধি ১৩ এবং এর উপ-বিধির বিধানগুলির পর্যাপ্ত সম্মতি ছিল।

৩১. অতএব, কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি এবং নিষেধাজ্ঞার আদেশ পাস করার ক্ষেত্রে বিধিমালার বিধানগুলি যথাযথভাবে মেনে চলার ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে কোনও ত্রুটি ছিল না।

৩২. আবেদনকারীদের প্রতিনিধিত্বের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, যা আবেদনকারীরা গ্রহণ করেছিলেন এবং উত্তরদাতাদের প্রতিনিধিত্ব আবেদনকারীরা বিবেচনা করেছিলেন। যেহেতু ব্যক্তিগত শুনানি বাধ্যতামূলক ছিল না, তাই এটি না দেওয়া নিষেধাজ্ঞার আদেশকে কলুষিত করে না।

৩৩. প্রকৃতপক্ষে, নিষেধাজ্ঞার আপত্তিকর আদেশটি যুক্তিসঙ্গত এবং বিধির প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি উদ্ধৃত করে। নিষেধাজ্ঞার আদেশে আবেদনকারীদের সঠিক ত্রুটি এবং লঙ্ঘনগুলি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বারবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, আবেদনকারীরা কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করা সময়ের দ্বিগুণ সময়সীমা শেষ হওয়ার পরেও কাজটি সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হন।

৩৪. ২০২২ সালের ডব্লিউ. পি. এ নম্বর ১৬৯৬২ -এর সমন্বিত বেঞ্চের পূর্ববর্তী আদেশের ক্ষেত্রে, আবেদনকারীদের দ্বারা বর্তমান কাজের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও একই কথা স্পষ্টভাবে প্রযোজ্য।

৩৫. আদালত স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে যে যেহেতু আবেদনকারীরা স্বীকৃতভাবে প্রকল্পের প্রায় সত্তর শতাংশ সম্পন্ন করেছে এবং আবেদনকারীদের আপাত আর্থিক দুর্দশার কথা মাথায় রেখে, সমন্বয় বেঞ্চ কাজটি দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে।

যাইহোক, উক্ত নির্দেশাবলী বা এই আদেশ অনুসারে আবেদনকারীদের প্রদত্ত মেয়াদ বৃদ্ধি, কোনওভাবেই, দীর্ঘ সময় ধরে আবেদনকারীদের দ্বারা করা অত্যধিক বিলম্বের জন্য আবেদনকারীদের অব্যাহতি দেয় না।

৩৬. সুতরাং, উত্তরদাতাকে আবেদনকারীদের অংশগ্রহণের অনুমতি দিতে বাধ্য করা যাবে না, এমনকি এই ধরনের গুরুতর অযোগ্যতার পরেও, উত্তরদাতাদের দ্বারা চালু করা ভবিষ্যতের চুক্তিতে।

৩৭. যাই হোক না কেন, নিষেধাজ্ঞার আদেশটি কেবল দুই বছরের জন্য এবং আবেদনকারীদের উপর স্থায়ী বাধা বা অপবাদ নয়।

৩৮. সুতরাং, বিতর্কিত নিষেধাজ্ঞার ক্রমানুসারে হস্তক্ষেপের কোনও ভিত্তি নেই।

৩৯. তদনুসারে, ২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ২১৭০২ প্রতিযোগিতায় বাতিল করা হয়েছে, তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

৪০. যদি আবেদন করা হয়, তাহলে জরুরি সার্টিফাইড সার্ভার কপিগুলি যথাযথ আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে জারি করা হবে।

(বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal